অকাট্য বিশ্বাসের বরকত

15-May-2025

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফজীলত

হুযুর নবী করিম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

زَيِّنُوْا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُوْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

www.dawateislami.net

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মজলিস সমূহ আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে সজ্জিত কর,কেননা তোমাদের আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।

(জামে সগীর, পৃঃ ২৮০, হাদীস: ৪৫৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন যে দিন অতিবাহিত হচ্ছে, জিলকদ্ব এর মোবারক মাস চলমান, শিগ্রই জিলহজ্জ মাসের আগমন ঘঠবে اِنْ شَآءَ الله। আশেকানে রাসূল সুন্নাতে ইব্রাহিমী আদায় করার জন্য কোরবানী করবে, সৌভাগ্যবানরা হজ্জের জন্যও পৌঁছে গেছে এবং পৌঁছাচ্ছে, সেখানেও হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام, হযরত ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام এবং

www.dawateislami.net

হাজেরা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর স্মৃতিচারণ করা হবে। এই মোবারক দিন আমাদেরকে বিশেষ করে ঈমান ও অকাট্য বিশ্বাসের শিক্ষা দিচ্ছে। ✦ আল্লাহ পাকের প্রতি ✦ তাঁর রহমতের প্রতি ✦ তাঁর দয়ার উপর অকাট্য বিশ্বাস রাখা ✦ না দেখে আল্লাহ পাককে স্বীকার করা ✦ তাঁর ওয়াদার উপর সীমাহীন অকাট্য বিশ্বাস রাখা, এগুলো এই বরকতময় দিনের বিশেষ সবক। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্র জীবনী দেখুন! উপমাবিহীন ঈমান ও অকাট্য বিশ্বাসে ভরপুর।

আগুন ফুলের বাগানে পরিনত হল.....!!

খুবই প্রসিদ্ধ ঘটনা, আপনারা অনেকবার শুনেছেন, কোরআন মাজিদেও এই ঘটনাটির কিছুটা ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে, নমরুদ সে সময়ের জালিম বাদশা ছিল, তখন সম্পূর্ণ সাম্রাজ্য ছিল তার, এই হতভাগা নিজেকে খোদা দাবী করত, اَسْتَغْفِرُ الله মানুষ তার পূজায় ব্যাস্থ ছিল, অর্থাৎ একদিকে পুরো সাম্রাজ্য, অপর দিকে হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام। এমন পরিবেশে হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام একাই সত্য কালেমার দাওয়াতকে উঁচু করেছেন। মানুষদেরকে নেকীর দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন। নমরুদের এই সব কিছু কিভাবে সহ্য হতে পারে? এই হতভাগা একটি বড় আগুন জ্বালানোর হুকুম দিল, অতঃপর অনেকদিন পর্যন্ত লাগড়ী জমা করা হলো, চারটি বড় প্রাচীর বানিয়ে দেওয়া হল, এক বড় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল। কিতাবে লিখা রয়েছে, এটা এত বিশাল আগুন ছিল যে, এর উপরের কয়েক মিটার উচ্চতা পর্যন্ত পাখি সেই আগুনের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে পারত না, কোন পাখি অতিক্রম করলে জ্বলে পুড়ে নিচে পড়ে যেত, এত বিশাল আগুন জ্বালানো হল, এবার মিনজানিক (গুলেলের মত পাথর

www.dawateislami.net

নিক্ষেপ করার মেশিন) প্রস্তুত হল, হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে মিনজানিকে রেখে আগুনের দিকে ছুড়ে মারা হল ....!!।

(কুরতুবী, পারা ১৭, সূরা আম্বীয়া, আয়াত: ৬৮, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৪৬)

এবার এখানে অকাট্য বিশ্বাসের অবস্থা দেখুন! শুধুমাত্র আগুনে নিক্ষেপ করার ধমকই দেওয়া হয়নি, আগুনে নিক্ষেপ করার শুধুমাত্র দিন এবং সময় নির্ধারন করা হয়নি, এমন নয় যে, এখনো আগুনোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল বরং আগুনে ছুড়ে মারা হল। বিলা তামছীল অর্থাত (শুধুমাত্র বুঝানোর জন্য) আরজ করব: কাউকে বন্ধি করা হলে আশা করা যায় যে, বাঁচার কোন পথ বের হতে পারে, কাউকে শাস্তির বার্তা শুনিয়ে দিলে, তখনো আশা করা যায় যে, মুক্তির কোন উপায় বের হতে পারে, এখানে এই ব্যাপার নয়, হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো অর্থাৎ আশা ভরসার সময় শেষ হয়ে গেছে, এখন ওই মুহুর্ত, সাধারণ লোকদের এই মুহুর্তে সকল আশা শেষ হয়ে যায় কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যান! তিনি হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام। তিনি উপমাহীন ঈমানদার বুযুর্গ, শ্রেষ্ট অকাট্য বিশ্বাসী ব্যক্তি। রেওয়ায়েতে লিখা হয়েছে : যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হল, তখন হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام উপস্থিত হলেন, আরজ করলেন: হে ইব্রাহিম! কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে বলুন! বললেন: সাহায্যের প্রয়োজন তো আছে তবে হে জিব্রাইল! আপনার কাছ থেকে নয়। আরজ করলেন: তো যার কাছে প্রয়োজন, তাঁর কাছেই আরজ করুন! বললেন: حَسْبِيْ مِنْ سُؤَالِيْ عِلْمُهٗ بِحَالِيْ অর্থাৎ হে জিব্রাইল! আমি কোন অবস্থায় আছি,রাব্বে করীম জানেন, তাঁর জানাটা আমার চাওয়ার চেয়ে অধিক উত্তম। **(কুরতুবি, পারা ১৭, সূরা আম্বীয়া, আয়াত: ৬৮, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৪৬)**

سُبْحَانَ الله কেমন দৃষ্টান্তহীন অকাট্য বিশ্বাস, আল্লাহ পাকের রহমতের উপর, তাঁর দয়ার উপর কী পরিমান অকাট্য ঈমান, অতঃপর এই ঈমানের ফলাফল দেখুন, কেমন চমৎকার বের হল, হুকুম হয়ে গেল:

يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ

(পারা ১৬, সূরা আম্বীয়া, আয়াত:৬৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে আগুন! হয়ে যা শীতল ও নিরাপদ ইব্রাহিমের উপর।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর ঈমান মজবুত ছিল, বিশ্বাস অনন্য ছিল, সুতরাং রাব্বে কারিম তাঁর জন্য এত বড় আগুনকে ফুলের বাগান বানিয়ে দিলেন।

নমরুদীরা জ্বলে ছাঁই হয়ে গেল

রেওয়ায়েতে রয়েছে: হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, তখন এর কিছুদিন পর নমরুদ তার প্রাসাদের ছাদে উঠল, এটা দেখার জন্য যে, ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কী অবস্থায় আছেন। যখন সে দেখল তো আশ্চার্য্য হয়ে গেল যে, ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام আগুনে প্রশান্তিতে বসে আছেন এবং আগুন তাঁর জন্য ফুলের বাগান হয়ে গেল।

এবার তার মনে হল যে, সম্ভবত এই আগুনে কোন সমস্যা আছে, এই আগুনই প্রজ্জ্বলকারী নয়, অতঃপর সে পরীক্ষার করার জন্য এক ব্যক্তিকে আগুনে নিক্ষেপ করলো, যেই মাত্র তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো খুব দ্রত সে জ্বলে ছাঁই হয়ে গেল। **(রুহুল মায়ানী,পারা ১৭, সূরা আম্বীয়া, আয়াত: ৬৯, অংশ ১৭, খণ্ড ৯, পৃঃ ৯১)** অর্থাত আগুন তার আপন অবস্থাতেই ছিল, আগুনের কাজই হল জ্বালানো আর সে জ্বালাচ্ছিল, কিন্তু ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্য

ফুলের বাগানে পরিনত হল। তাঁর এই মহান মুযেজা দেখে অনেক লোক কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। **(তারিখুল হামিছ,খন্ড ১, পৃঃ ১৫৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাই হল ঈমান এবং বিশ্বাসের বরকত...!! এটা কোন কাব্যিক কথা নয়, বাস্তব, যখন ঈমান মজবুত হয়ে যায়, বিশ্বাস পরিপক্ক হয়ে যায় তখন রাব্বে কারিমের রহমত অবশ্যই পাওয়া যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিশ্বাস

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যাকে এই উম্মতের হাকিম (অর্থাৎ অনেক বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তি) বলা হয়েছে। **(হিলয়াতুল আউলিয়া,খণ্ড ২, পৃঃ ১৪৪)** তিনি তাবেঈ, ইয়েমেনে থাকতেন, তাঁর যুগে তাঁর এলাকার আসওয়াদ আনসী নামক এক ব্যক্তি নবুয়তের মিথ্যা দাবী করল, সে একদিন তাঁকে জোর পূর্বক তার কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করল: তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহর রাসূল? বললেন: হ্যা, অবশ্যই(হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের সত্যিকার নবী, আমার আকা, আমি তাঁর উপর ঈমান রাখি) আসওয়াদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল? তিনি (খুব সরলভাবে) বললেন: আমি শোনিনি যে, তুমি কি বলেছো। এটা শোনে আসওয়াদ আনসী খুব রেগে গেল, সে তৎক্ষণাত হুকুম দিল যে, একটি বিশাল ভয়ানক আগুন জ্বালানো হোক, তার কর্মীরা দ্রুত আগুন জ্বালিয়ে দিল। এবার হুকুম দিল, আবু মুসলিমকে এই প্রজ্জ্বলিত আগুনে নিক্ষেপ করা হোক। সুতরাং তাকে ওই প্রজ্জ্বলিত ভয়ানক আগুনে নিক্ষেপ করা হল।

কিন্তু বাহ! سُبْحَانَ الله! যেভাবে আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর আগুনকে শীতল ও নিরাপদ বানিয়ে দিলেন, তেমনিভাবে হযরত আবু মুসলিম খাওলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্যও আগুন শীতল হয়ে গেল। আল্লাহ পাকের দয়ায় তিনি সুস্থ ও নিরাপদে আগুন থেকে বাহিরে চলে আসলেন। এই আশ্চার্য্যজনক দৃশ্য দেখে আসওয়াদ আনসীর মিথ্যা নবুয়তের উপর কালো দাগ পড়ে গেল, তার আশঙ্কা হলো যে, যদি এই ব্যাপারটি প্রসিদ্ধ হয়ে যায় তবে লোকেরা আমার নবুয়তকে কখনোই মানবে না, সুতরাং সে তাঁকে ইয়েমেন থেকে বের করে দিলো আর তিনি মদীনায়ে মোনাওয়ারায় হাজির হয়ে গেলেন। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড ২, পৃঃ ১৫০-১৫১)**

জরুরি ব্যাখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের আল্লাহ পাকের উপর, তাঁর রহমতের উপর, তাঁর দয়ার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে, অবশ্যই রাখতে হবে কিন্তু মনে রাখবেন! হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্য যে, আগুন বাগানে পরিণত হয়ে গেছে, হযরত আবু মুসলিম খাওলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নির্বিঘ্নে আগুনে গেলেন, এটা ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَامএর মুযিজা এবং হযরত আবু মুসলিম খাওলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কারামত। আমাদের জেনে বুঝে এই ধরনের বিপজ্জনক পদক্ষেপ না নেওয়া উচিত। আমরা বান্দা, বান্দা হয়েই থাকব। আল্লাহর পানাহ! আল্লাহ পাকের কুদরতকে যাচাই করা আমাদের জন্য উচিত নয়। আল্লাহ পাকের নবী হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর ঘটনা, একবার তাঁকে কেউ বলল: হে ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام! আপনি কি আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখেন? বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই রাখি। প্রশ্নকারী বলল, তাহলে আপনি এই পাহাড় থেকে লাপ দিন, দেখি আপনার প্রতিপালক আপনাকে

www.dawateislami.net

বাঁচায় কি না? হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন, আমি আল্লাহ পাকের উপর অবশ্যই ভরসা রাখি কিন্তু তাঁর পরীক্ষা কখনোই নেই না।

(ফয়যুল ক্বদীর, খণ্ড ৩, পৃঃ ৩৯২, হাদিস: ৩৪৪৫)

سُبْحَانَ الله আমাদেরকেও এই ধরনটা অবলম্বন করতে হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঈমান এবং বিশ্বাসের অনন্য ঘটনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঈমান এবং বিশ্বাসের অনন্য ঘটনা শুনুন। তিনজন লোকের একটি কাফেলা ছিল, সিরিয়া থেকে রওনা হয়েছে, ওই কাফেলায় একজন হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام,একজন তাঁর স্ত্রী হযরত হাজেরা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا তৃতীয়জন তাঁর শাহজাদা হযরত ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام ছিলেন। হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام ও তাদের সাথে ছিলেন, যিনি পথ দেখাচ্ছিলেন। এবার একটু চিন্তা করুন! হযরত ইব্রাহিম এর বয়স ৯০ বছরের অধিক ছিল, ওই সময় তাঁকে সন্তান দান করেন, এখন হুকুম হল যে, হে ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام! তোমার সন্তান ও স্ত্রীকে অনাবাদি উপত্যকায় রেখে আসেন। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর আনুগত্যের স্পৃহা দেখুন, তাঁর একমাত্র এবং দুগ্ধ পানকারি শাহজাদাকে নিয়ে অনাবাদি উপত্যকায় রেখে আসার জন্য যাচ্ছিলেন এবং উৎকর্ষতা দেখুন। রেওয়াতে রয়েছে: হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام আনুগত্যের আগ্রহে বারংবার জিজ্ঞাসা করছিলেন,হে জিবরাইল! আমরা কি গন্তব্যে পৌঁছে গেছি? হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام আরজ করতেন, হে আল্লাহ পাকের নবী! এখনো পৌঁছিনি। এভাবে করতে করতে, চলতে চলতে একটি উপত্যকায় আসলেন, এখানে না কোন পানি, না খাবার,দূর দূরান্ত পর্যন্ত মানুষ তো দূরের কথা কোন পাখিও দেখা যায়

www.dawateislami.net

না। এখানে উঁচু একটি টিলাও আছে... এটা কোন জায়গা ছিল? যেখানে মক্কা মোকাররমার মোবারক শহর ছিল এবং ওই টিলা ওই জায়গা ছিল যেখানে আজ কাবা শরীফ বিদ্যমান আছে। এখানে পৌঁছে হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام আরজ করলেন, হে আল্লাহ পাকের নবী عَلَيْهِ السَّلَام! এটাই সেই জায়গা। এবার হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام বাহন থেকে নামলেন। তাঁর শাহজাদা এবং সম্মানিতা স্ত্রীকে সেখানে বসালেন,সামান্য পানি, সামান্য খেজুর পাশে রাখলেন এরপর ফিরে আসলেন। এবার মা হাজেরা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا পিছনে পিছনে আসতে লাগলেন, আরজ করলেন: হে আল্লাহ পাকের নবী عَلَيْهِ السَّلَام! আমাদেরকে কার ভরসায় রেখে যাচ্ছেন? হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام চুপ রইলেন। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর নবী عَلَيْهِ السَّلَام! আমাদেরকে কার ভরসায় রেখে যাচ্ছেন? তিনি আবারও চুপ রইলেন। হযরত হাজেরা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন, এবার প্রশ্নকে একটু পরিবর্তন করে জিজ্ঞেস করলেন, اَللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا অর্থাৎ হে আল্লাহর নবী عَلَيْهِ السَّلَام! আল্লাহ পাক কি আপনাকে এটার হুকুম দিয়েছেন? বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহ পাকের হুকুম।

এবার বিশ্বাস দেখুন! ঈমানের সুদৃঢ়তা দেখুন! অনাবাদি উপত্যকা, না পানি, না খাবার, না কোন মানুষ, না কোন পাখি এখানে ডানা মেলে আর সাথে ছোট শিশুও। এতদসত্ত্বেও হযরত হাজেরা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا খুবই বিশ্বাসের সাথে এবং প্রশান্ত মনে বললেন: اِذًا لَا يُضَيِّعُنَا اللّٰهُ অর্থাৎ হে আল্লাহ পাকের নবী! যদি এটা আল্লাহ পাকের হুকুম হয়,তবে আপনি ভালোবাবেই ফিরে যান, আল্লাহ পাক আমাদেরকে কখনোই ধ্বংস করবেন না।

(বুখারী,হাদিস: ৩৩৬৪, পৃঃ ৮৫৮)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করার বিষয়, অনাবাদি এলাকা, দূর দূরান্ত পর্যন্ত কোন জীবের নাম নিশানাও নেই, প্রকাশ্য ভাবে এমন কোন জিনিস নেই যেটার উপর ভরসা করা যেতে পারে...!! কিন্তু আল্লাহ পাকের উপর ঈমান, ওই রাব্বে রহমান শক্তিশালি। আল্লাহ তিনি,যিনি মৃত থেকে জীবিত বের করেন। আল্লাহ পাক তিনিই,যিনি রাতকে দিন আর দিনকে রাত বানান। আল্লাহ পাক তিনি, যিনি অনাবাদি জমিনকে সবুজ সতেজ বানিয়ে দেন। আল্লাহ পাক তিনি, যিনি মরুভুমিতেও ঝর্ণা প্রবাহিত করেন,সুতরাং শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের উপরই বিশ্বাস, কি হয়েছে এখানে পানি নেই? ওই রাব্বে কারীম তো পানি দানকারী। কি হয়েছে খাবারের কিছু নেই, রাব্বে কারীম রিযিক দানকারী। কি হয়েছে এখানে জীবের কোন চিহ্ন নেই,রাব্বে কারীম বন্ধ্যা জমি আবাদকারী, সুতরাং আল্লাহ পাকের নবী عَلَيْهِ السَّلَام! আপনি ভালবাবে ফিরে যান! যখন আল্লাহ পাকের হুকুম যে, আমরা এখানে থাকি সুতরাং আমরা এখানে থাকব, আল্লাহ পাক আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না।

হে আশিকানে রাসূল! এই ঈমান ও বিশ্বাসের বরকত তো দেখুন! অনাবাদি এলাকা,আজ তা জাঁকঝমকপূর্ণ হয়ে গেছে। সেখানে এক ঢোক পানিও ছিল না, আল্লাহ পাক হযরত ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام এর কদমের মাধ্যমে জমজমের ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিলেন,আজ পর্যন্ত পুরো দুনিয়া এই ঝর্ণার পানি পান করছে কিন্ত সেটা শেষ হওয়ার নামও নিচ্ছে না। সেখানে দূর দূরান্ত পর্যন্ত কোন জীবের চিহ্ন দেখা যেত না কিন্তু যেখানে আল্লাহ পাকের ওই নেক বান্দি হযরত হাজেরা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর কদম লাগল, আল্লাহ পাক ওই সাফা ও মারওয়ার সায়ীকে(অর্থাত এই দুই পাহাড়ের মধ্যখানে দৌড়ানো) কিয়ামত পর্যন্ত হাজীদের জন্য ওয়াজিব করে দিলেন।

বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী শুনুন। প্রসিদ্ধ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَا اَخَافُ عَلٰی اُمَّتِی اِلَّا ضَعْفَ الْیَقِیْنِ অর্থাৎ আমার উম্মতের উপর আমার ভয় নেই,তবে বিশ্বাসের দূর্বলতার।

(মাওসুয়াতে ইবনে আবিদ দুনিয়া,খণ্ড ১, পৃঃ ২৪, হাদিস: ৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখুন! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত ইলমের অধিকারী,কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল অবস্থা দেখেন, তিনি জানতেন যে, আমার উম্মত শিরিকে জড়াবে না, আমার উম্মত আল্লাহ পাককে অস্বীকার করবে না, তবে হ্যাঁ, আমার উম্মতের যে সমস্যা হবে সেটা হল বিশ্বাসের দূর্বলতা।

আরেকটি হাদিসে পাক শুনুন! রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: نَجَا اَوَّلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بِا لْیَقِیْنِ وَ الزُّهْدِ وَ یَهْلِكُ آخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بِالْبُخْلِ وَ الْاَمَلِ অর্থাৎ এই উম্মতের প্রথমের লোকেরা বিশ্বাস এবং দুনিয়া বিমুখতার মাধ্যমে নাজাত পেয়ে গেল। আর এই উম্মতের শেষে আসা লোকেরা কৃপণতা ও দীর্ঘ আশার কারণে ধ্বংস হয়ে গেল।

(মাউসুয়া ইবনে আবিদ দুনিয়া, খণ্ড ১, পৃঃ ১৯, হাদীস: ৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুঝার বিষয়, এই উম্মতের পূর্বের লোকেরা বিশ্বাসের বরকতে নাজাত পেয়ে গেল, আর শেষে আসা উম্মতরা কৃপণতা এবং দীর্ঘ আশার কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। কৃপণতা কী? এক বিশ্বাসহীন অবস্থা, বান্দার যখন আল্লাহ পাক রিযিকদাতা হিসেবে বিশ্বাস

www.dawateislami.net

থাকে না তখন সে কৃপণতা করে। মোটকথা এটাই বিশ্বাসহীনতা, যেটার কারণে এই উম্মত ধ্বংসে পতিত হবে।

বিশ্বাসহীনতার কিছু উদাহরণ

আফসোস! আজকাল এই বিশ্বাসহীনতার অবস্থা ব্যাপক হতে চলেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা মুসলমান, আল্লাহ পাকের উপর বিশ্বাস রাখি কিন্তু আফসোস! আমরা তো মানি যে, আল্লাহ পাক রিযিকদাতা, এরপরও সম্পদের পিছনে অনর্থক ঘুরে বেড়াই। কেউ লন্ডন,প্যারিসের স্বপ্ন দেখে। কেউ সুদের সাহায্য নেয় আর কিছু নির্বোধ এমনও আছে আল্লাহর পানাহ! টাকার জন্য ঈমান পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। আমরা মানি যে, আল্লাহ পাক বিপদ থেকে মুক্তি দান করেন কিন্তু দুশ্চিন্তা ও হতাশার স্বীকার থাকি। আমরা মানি যে, নামায দুনিয়াও সজ্জিত করে দেয়,আখিরাতও সজ্জিত করে দেয় কিন্তু নামাযের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আমরা মানি যে, মুসলমানের উন্নতি কোরআনের উপর আমলের মাধ্যমে কিন্তু স্বয়ং নিজে কোরআন পড়িনা আর না বাচ্চাদের পড়াই। আমরা মানি যে, আল্লাহ পাক দোয়া কবুল করেন কিন্তু বিশ্বাসহীনতার কারণে প্রথমত দোয়া প্রার্থনাকারীই খুবই কম, দোয়া করলেও তা আবার বিশ্বাসহীনতার সাথে।

হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পূর্ণ বিশ্বাস

মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

(সূরা হুদ, পারা ১২, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং ভূ-পৃষ্টে বিচরনকারি কেউ এমন নেই, যার জীবিকা আল্লাহর করুনার দায়িত্বে নয়।

www.dawateislami.net

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যখন থেকে আমি এই আয়াত পড়ে নিয়েছি, আল্লাহ পাকের শপথ! আমি রুজি রোজগারের চিন্তা ছেড়ে দিয়েছি।

(আল লামউ পিত্তাসাউফ, পৃঃ ১৭১)

سُبۡحَانَ اللّٰہ কেমন মহিমা হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ...!! যখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করে দিয়েছেন যে, রিযিক আমার করুণার দায়িত্বে, সুতরাং এরপর আমাদের চিন্তা করার কী প্রয়োজন। তাওয়াক্কুল অবলম্বন করুন। রিযিক আল্লাহ পাকের করুণার দায়িত্বে, তিনি আমাদেরকে রিযিক দান করবেন। আমাদের উচিত যে, রিযিকের চিন্তায় দিন রাত অতিবাহিত না করে নেক কাজের চিন্তা করা, জান্নাতে যাওয়ার চিন্তা করা।

নিশ্চয় হালাল রিযিক উপার্জন করাও আমাদের দায়িত্ব, প্রয়োজনানুসারে আমাদেরকে কাজও করতে হবে কিন্তু রাত দিন ধন-সম্পদের চিন্তায় অস্থির থাকা ঠিক নয়। আমরা আল্লাহ পাকের কাজে লেগে যাই অর্থাৎ আমরা নেক কাজ করি ✦ নামায পড়ি ✦ ইবাদত করি ✦ দ্বীনের খেদমত করি ✦ কাফেলায় সফর করি ✦ নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাই ✦ اِنۡ شَآءَ اللّٰہ এর বরকতে আমাদের দুনিয়াবি কাজও হয়ে যাবে, ব্যাস আমাদেরকে বিশ্বাস সুদৃঢ় রাখা উচিত....!!

ভরসা রাখা, উপকরণ ছেড়ে না দেওয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক রিযিকদাতা, তিনি রিযিক দেন। তিনিই সবাইকে রুজি দান করেন,কাউকে ক্ষুধার্ত রাখেন না, আমাদেরকে তাঁর ওয়াদার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে কিন্তু এর দ্বারা কখনোই এই উদ্দেশ্য নয় যে, আমরা বাহ্যিক উপকরণ ছেড়ে বসে থাকব।

উদাহরণস্বরূপ আজ থেকে কেউ এই নিয়্যত করে নেয় যে, যেহেতু আল্লাহ পাক রিযিকদাতা সেহেতু কাজ করার কী প্রয়োজন? সারা দিন কষ্ট করার কী প্রয়োজন? নিঃসন্দেহে রিযিক আল্লাহ পাকই দান করেন, কাউকে দোকানের মাধ্যমে, কাউকে ব্যবসার মাধ্যমে, কাউকে মজদুরী করার মাধ্যমে দান করেন। দান করেন তিনি, দান করার ধরন ভিন্ন। সুতরাং এই ধরন গুলো অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে। প্রখ্যাত সূফী বুজুর্গ শায়খ সাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এক ব্যক্তি ছিল, ঘর থেকে মজদুরী করার উদ্দেশ্যে বের হল, কাজের সন্ধানে ছিল, পথিমধ্যে দেখল একটি শিয়াল, অন্ধও আবার বিকালঙ্গও,অর্থাত দেখতে পায় না, চলা ফেরা করতে পারে না। সেটাকে দেখে আশ্চার্য্য হল যে, এই শিয়াল আহার করে কোথেকে? সুতরাং সে সেখানে চুপ করে বসে গেল, সবে মাত্র কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, সেখানে একটি সিংহ এলো,তার মুখে কোন এক শিকার ছিল, সে তার শিকারটি শিয়ালের সামনে রেখে দিল, শিয়াল যা খাবার তা খেয়ে নিল, বাকী যা বেচে গেল সেটা সিংহ নিয়ে চলে গেল। ওই লোকটি এই পুরো বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। যখন সে আল্লাহ পাকের এই কুদরতের দৃশ্য দেখল সে পাকাপোক্ত নিয়ত করে নিল যে, যখন আল্লাহ পাক এই শিয়ালকে দিতে পারে তবে আমি তো আশরাফুল মাখলুকাত, আমাকেও দিতে পারেন। অতঃপর সে একটি মসজিদে গিয়ে বসে গেল এবং আল্লাহ, আল্লাহ করতে লাগল। একদিন অতিবাহিত হল খাবার আসল না,দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হল কোন খাবার আসল না, তৃতীয় দিনও অতিবাহিত হয়ে গেল, খাবারের কোন ব্যবস্থা হল না। এবার তো ক্ষুধায় তার করুণ অবস্থা হয়ে গেল, সে অস্থির হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করল, তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল, হে মানব! তুমি তো শিয়ালকে দেখেছ, সিংহকে কি দেখনি? এটা কি ভালো নয় যে, তুমি সিংহের মত হবে,

www.dawateislami.net

নিজের জন্যও প্ররিশ্রম করবে আর অন্যদেরকেও খাওয়াবে। এবার ওই লোকটির হুশ ফিরে আসল আর সে মজদুরী করতে ব্যস্থ হয়ে গেল।

(কুল্লিয়াতে সাদী, পৃঃ ২০০)

যাইহোক! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** উদ্দেশ্য এটাই যে, আল্লাহ পাকের দানের উপর, তাঁর দয়ার উপর, তাঁর রহমতের উপর অবশ্যই বিশ্বাস রাখবো কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমরা প্ররিশ্রম ছেড়ে দেব। যে সম্প্রদায় প্ররিশ্রম ছেড়ে দেয় আল্লাহ পাকের রহমত তাদের দিকে মনোনিবেশ করে না। সুতরাং প্ররিশ্রমও করতে থাকুন এবং আল্লাহ পাকের উপর পূর্ণ বিশ্বাস অবশ্যই রাখুন।

তোমরাই বিজয়ী হবে....!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্য বলছি, যদি আমাদের বিশ্বাস পাকাপোক্ত হয়ে যায় তবে সব ময়দানে সফলতা আমাদের পদচুম্বন করবে, আমরা এই দুনিয়াতে সফল হয়ে যাব এবং আখিরাতও সজ্জিত হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক কোরআনুল করীমের মধ্যে ইরশাদ করেন,

وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ

(পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১৩৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমরাই বিজয়ী হবে যদি ঈমান রাখ।

অর্থাত হে মুসলমানরা....!! হে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামরা ....!! বিজয়ী তোমরাই হবে ব্যাস শর্ত একটাই : সত্যিকার ঈমানদার হয়ে যাও, আল্লাহ পাকের উপর পূর্ণ ভরসা কারী হয়ে যাও। এই শর্ত পূর্ণ করে, সত্যিকার ঈমান এবং অকাট্য বিশ্বাস করে নেওয়া হয় اِنْ شَآءَ الله মুসলমান সব সময় বিজয়ী থাকবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বিশ্বাস ঈমানের প্রান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কথা স্মরণ রাখবেন! আল্লাহ পাকের উপর, তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর এবং আল্লাহ ও রাসূলের ফরমানের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা থাকা ঈমানের প্রাণ। যদি এই ভরসা দূর্বল হয়ে যায় তবে আমাদের ঈমান টলমল হতে পারে। সুতরাং এটা আবশ্যক এবং জরুরি যে, আমরা নিজের জ্ঞানের চেয়েও অধিক, নিজের চোখের চেয়ে অধিক, নিজের অভিজ্ঞতার চেয়েও অধিক আল্লাহ ও রাসূলের বিধিবিধানের উপর এবং তাদের ফরমানের উপর বিশ্বাস রাখব। প্রখ্যাত মুফাস্সিরে কোরআন মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আল্লাহ পাক ও রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ভরসা থাকা ঈমানের বাস্তবতা, জিনিসকে দেখে বা শোনে তো প্রত্যেকে মেনে নেয় কিন্তু ওই জিনিস যা তার থেকে অদৃশ্য এবং মস্তিস্কে আসে না, সেটাকে শুধুমাত্র এই কারণে মেনে নেয়া যে, সেটা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন। এটা এই কথার দলিল যে, তার অন্তরে আনুগত্য আছে। আরো বলেন, সত্যি বলতে গেলে ঈমানের প্রাণ হলো এটাই যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সংবাদের উপর নিজের ইন্দ্রিয় (চোখ, কান এবং জ্ঞান ইত্যাদি) এর চেয়ে অধিক ভরসা থাকা, যদি আমরা চোখে দেখি যে, এখন দিন আর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলছেন যে, এখন রাত তবে আমাদের চোখ ভুল আর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সত্য কারণ আমাদের চোখ হাজারবার ভুল করে যায় কিন্তু তাঁর ফরমান কখনোই ভুল হয় না। **(তাফসীরে নঈমী, পারা ১, সূরা বাকারা, ৩য় খণ্ড, আয়াত: ১২৮-১২৯)**

বিশ্বাসের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা বুঝার বিষয়, আমাদের কিছু বুঝে আসুক বা না আসুক, আমাদের ছোট্ট জ্ঞান কোন কিছুর গভীর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে বা না পারে, যে কথা আল্লাহ ও রাসূল বলে দিয়েছেন,সেটা সত্য, যদি আমাদের কিছু বুঝে না আসে তবে সেটা আমাদের দূর্বলতা। এই কারণে আমাদেরকে বিশ্বাস অবলম্বন করতে হবে, বিশ্বাসের অনেক বরকত রয়েছে। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষকে এই দুনিয়াতে সবচেয়ে উত্তম জিনিস বিশ্বাস এবং সুস্থতা দান করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ পাকের কাছে এই দুই জিনিসের প্রার্থনা করো....!!।

(মাওসুয়া ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৬, হাদিস: ১৩)

ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাক বর্ণনা করলেন, এরপর বললেন: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সত্য বলেছেন। বিশ্বাসের বরকতে জান্নাত পাওয়া যায় ★ বিশ্বাসের বরকতে মানুষ জাহান্নাম থেকে দূরে থাকে ★ বিশ্বাসের বরকতে ফরজ পুরোপুরি আদায় করা হয় ★ বিশ্বাসের বরকতে মানুষ ঈমানের উপর অটল থাকে ★ আর নিরাপত্তার মধ্যে অনেক বড় কল্যাণ রেখে দেওয়া হয়েছে।

(মাওসুয়া ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৬, হাদিস: ১৩)

ইবাদতের সৌন্দর্য্য কি?

হযরত লোকমান হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সন্তানকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন: বৎস! প্রত্যেক কাজের একটা সৌন্দর্য্যতা এবং একটা সীমা থাকে। আর ইবাদতের সৌন্দর্য্যতা হল পরহেযগারী এবং দৃঢ় বিশ্বাস।

(মাওসুয়া ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৭, হাদিস: ১৪)

বিশ্বাসের কারণে জান্নাত পেয়ে গেল

হযরত মুগীরা বিন হাবীব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন গালিব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তেকাল হল,তাকে কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: আপনার সাথে কেমন আচরন করা হয়েছে? বললেন: সর্বোত্তম।বললো: এখন আপনি কোথায় যাচ্ছেন? বললেন: জান্নাতের দিকে। এরপর বললেন: আমার এই নেয়ামত বিশ্বাস এবং তাহাজ্জুদে দীর্ঘ নফল পড়ার বরকতে নসীব হয়েছে।

(মাওসুয়া ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮, হাদিস: ১৭)

বিশ্বাসের মাধ্যমে রহমত পাওয়া যায়

হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: নিশ্চয় রহমত এবং বিপদ থেকে মুক্তি বিশ্বাস এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিতে রয়েছে। আর দুঃখ ও পেরেশানি সন্দেহ এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানিতে রয়েছে।

(মাওসুয়া ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩১, হাদিস: ২৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা বিশ্বাসের বরকত ★ বিশ্বাসের মাধ্যমে জান্নাত পাওয়া যায় ★ বিশ্বাসের বরকতে পেরেশানি দূর হয় ★ বিশ্বাসের বরকতে ধৈর্যধারণ করা সহজ হয়ে যায় ★ বিশ্বাসের বরকতে মানুষ ইবাদতে স্থায়িত্ব পেয়ে যায় ★ বিশ্বাসের বরকেতই দুনিয়াতে উন্নতি এবং আখিরাতে সফলতা পাওয়া যায়।

যেমন বিশ্বাস তেমন ফল

অনেক প্রসিদ্ধ হাদিসে কুদসী: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِیْ بِیْ আমি আমার বান্দার ধারনার নিকটবর্তী হয়ে থাকি, যে সে আমার উপর রাখে। **(মুসলিম, হাদিস: ২৬৭৫, পৃঃ ১০৩৩)**

www.dawateislami.net

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাক প্রসঙ্গে বলেন: এখানে عَبۡد দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুমিন। অর্থাৎ বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন বিশ্বাস রাখে আমি তার সাথে তেমনই আচরণ করব।

(মিরাতুল মানাজীহ, খন্ড ৩, পৃঃ ৩০৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীসে পাকের উপর একটু চিন্তা করুন! আল্লাহ পাক বান্দার ধারনার সাথে রয়েছেন। যেমন বিশ্বাস তেমন ফলাফল পাবে। এবার চিন্তা করুন!যখন মন মানসিকতাই এমন বানিয়ে নেওয়া হয় যে, সত্য বললে ব্যবসা চলে না, তাহলে বলুন রিযিকে বরকত কোত্থেকে আসবে? ★ যখন মন মানসিকতা এটা বানিয়ে নেওয়া হয় যে, নামাযের জন্য সময় বের করলে তো কাজের ক্ষতি হবে, বলুন! কাজের মধ্যে উন্নতি হবে কিভাবে? যখন মন মানসিকতা এটা বানিয়ে নেওয়া হয় যে, উন্নতির জন্য দুনিয়াবী ডিগ্রী সমূহ অর্জন করা জরুরি, তবে কোরআনুল করীমের বরকত কোত্থেকে আসবে? যখন মন মানসিকতাই বানিয়ে নেওয়া হয় যে, আজকাল নেকী করার সময় নয়,তাহলে নেকী করার তাওফিক পাবে কিভাবে? যখন ধন-সম্পদ এবং দুনিয়াকেই সব কিছু মনে করে নিয়েছে,তবে কল্যাণ কোত্থেকে আসবে? আল্লাহ পাকের প্রতি সু ধারনা রাখুন! ব্যবসাতে সত্য বলুন, আল্লাহ পাক রিযিকও দান করবেন,তাতে বরকতও দেবেন। নামাযের সময় হলে সমস্ত কাজ ছেড়ে দিয়ে নামাযের দিকে যাওয়ার অভ্যাস গড়ুন, আল্লাহ পাক দুনিয়াও উন্নত করে দেবেন আখিরাতও সজ্জিত করে দেবেন। ★ কোরআনুল কারিম পড়তে, শিখতে, বুঝতে এবং এর উপর আমল করার দিকে অগ্রসর হোন। আল্লাহ পাক দুনিয়াতেও উন্নতি দিবেন,কবর ও আখিরাতেও নুর দান করবেন।

১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে থেকে একটি দ্বীনি কাজ হল: সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিশ্বাস পাওয়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান। জেলী হালকার ১২ দ্বীনি কাজে অংশ নিন। দাওয়াতে ইসলামীর ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে থেকে একটি দ্বীনি কাজ হল সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন করা। মন্দ সংস্পর্শ থেকে বাঁচতে যেখানে আরো মাধ্যম রয়েছে সেখানে একটি অন্যতম মাধ্যম হল মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত আমিরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং ইসলামিক রিচার্স সেন্টার (আল মদীনাতুল ইলমিয়্যা) এর কিতাব ও পুস্তিকা সমূহ অধ্যয়ন করাও। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশেকানে রাসূলদের প্রত্যেক সপ্তাহে একটি পুস্তিকা অধ্যয়ন করতে এবং শোনতে না শুধু উৎসাহিত করেন বরং পুস্তিকা অধ্যয়নকারী ও শ্রবনকারী কারিনীদের দোয়া দ্বারা ধন্য করেন। সুতরাং আপনিও সাহস করুন এবং আমিরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়ার মধ্যে অংশ পাওয়ার জন্য আমিরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন করার ও শোনার অভ্যাস বানিয়ে নিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ৭২ নেক আমল পুস্তিকায় সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন করা/ শোনার উৎসাহের উপর সম্বলিত একটি নেক আমলও রয়েছে। সুতরাং নেক আমল নম্বর ৬৩: আপনি কি সাপ্তাহিক পুস্তিকা পড়ে বা শোনে নিয়েছেন? আল্লাহ করীম আমাদের সবাইকে ধারাবাহিকতার সাথে সাপ্তাহিক পুস্তিকা পড়ার বা শোনার তাওফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পোষাক পরিধানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্টাতা, শায়খে ত্বরীকত আমিরে আহলে সন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা " **১৬৩ মাদানী ফুল** "থেকে পোষাকের কিছু মাদানী ফুল শুনি। ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ✹ জিনদের চোখে এবং লোকদের সতরের মধ্যখানের পর্দা হল যখন কেউ কাপড় খুলে তখন بِسْمِ اللهِ পড়ে নিবে। **(আল মুজামুল আউসাত,২/৫৯, হাদিস:২৫০৪০)** হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেমনিভাবে প্রাচীর এবং কাপড় মানুষের দৃষ্টির জন্য আড়াল হয় তেমনিভাবে এই আল্লাহ পাকের যিকির জিনদের দৃষ্টিতে অন্তরাল হয়ে যায় যে, জিনরা তার লজ্জাস্থান দেখতে পারে না। **(মিরাতুল মানাজিহ,পৃঃ ২৬৮)**

ঘোষণা

পোষাকের বাকী সুন্নাত এবং আদব তরবিয়তী হালকায় বর্ণনা করা হবে সুতরাং সেগুলো শিখার জন্য তরবিয়তী হালকায় অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১৫ মে ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

পোষাকের বাকী সুন্নাত ও আদব

যে শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্তেও বিনয়ের কারণে উন্নত পোষাক পরিধান করা ছেড়ে দেয় আল্লাহ পাক তাকে সম্মানের পোষাক পরিধান করাবেন। **(আবু দাউদ,৪/৩২৪, হাদিস: ৪৭৭৮)** ✸ পোষাক হালাল উপার্জনের হতে হবে আর যে পোষাক হারাম উপার্জনের হবে,তাতে ফরজ ও নফল কোন নামায কবুল হয় না। **(কাশফুল ইলতিবাস ফি ইস্তিহবাবিল লিবাস লিশ শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, পৃঃ ৩৪)** ✸ পোষাক পরিধানের সময় ডান দিক থেকে শুরু করুন (সুন্নাত) উদাহরনস্বরূপ যখন জামা পরিধান করবেন তখন প্রথমে ডান আস্তিনে ডান হাত প্রবেশ করান এরপর বাম হাত বাম হাতে। **(প্রাগুক্ত ৪৩)** ✸ এমনিভাবে পায়জামা পরিধানের সময় প্রথমে ডান পায়ায় ডান পা প্রবেশ করান আর যখন (জামা বা পায়জামা) খুলবে তখন এর বিপরীত করবে অর্থাত বাম দিক থেকে শুরু করুন।

শোকরিয়া আদায়ের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুসারে " **শোকরিয়া আদায়ের দোয়া** " মূখস্থ করানো হয়। আর দোয়াটি হল:

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

www.dawateislami.net

অনুবাদ: আল্লাহ পাক তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

(মাদানী পাঞ্জে সূরা পৃঃ ২০৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

www.dawateislami.net

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে

www.dawateislami.net

দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

www.dawateislami.net

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net